সপ্তম বৈঠক, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রেস রিলিজ
উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠক
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিষয়-১: **'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।**

উদ্যোক্তা: আইন ও বিচার বিভাগ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ব্যাপক দমন-পীড়ন ও গণহত্যা চালানোর ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশে দল-মত নির্বিশেষে ছাত্র-জনতা উত্তাল গণবিক্ষোভ করে এবং আন্দোলনের এক পর্যায়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সরকার পতনের একদফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ২১ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেন।

২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিগত ২২ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৬ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন।

৩। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলা, জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সচল রাখা এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের মতামত যাচনা করেন।

৪। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে স্পেশাল রেফারেন্স নম্বর- ০১/২০২৪ দ্বারা মতামত প্রদান করেছে যে, "রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে জরুরী প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার নিমিত্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে পারবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্তরূপে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে শপথ পাঠ করাতে পারবেন"।

৫। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ডক্ট্রিন অব নেসেসিটি অনুসারে সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলায় সর্বস্তরের জনগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পরম অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে, গণঅভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতার প্রতিনিধিদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের রাষ্ট্র সংস্কার আকাঙ্ক্ষা পূরণের ও রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে।

৬। উক্তরূপে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা, পদত্যাগ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা জরুরি।

৭। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদ 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে।

Scanned with CamScanner

বিষয়-২: **<u>অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪-এর খসড়ার অনুমোদন।</u>**

উদ্যোক্তা: <u>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ</u>।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালার খসড়া প্রণয়নপূর্বক উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যাঁরা সরকার অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত, তাঁরা প্রতিবছর আয়কর জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে নীতিমালায় সংযুক্ত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাঁদের আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বিধান রেখে খসড়া 'আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা' উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে অনুমোদিত হয়।